যুগান্তর

তারিখ 15 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয়করণের দাবিতে আমরণ অনশনরত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। রোববার শিক্ষামন্ত্রীসহ অন্যরা সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ে আলোচনা ও শিক্ষকদের দাবি আদায়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। কিন্তু শিক্ষকরা সুস্পষ্ট আশ্বাস দাবি করেন। সেটা না পাওয়ায় আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষকনেতারা। ৯ জানুয়ারি থেকে প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশনে আছেন মাদ্রাসার শিক্ষকরা। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি এ আন্দোলন ডেকেছে।

রোববার মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে দু'দফা আলোচনা হয়। প্রথমে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাজী রুহুল আমিন চৌধুরী ও মহাসচিব কাজী মোখলেছুর রহমানসহ চার সদস্য যোগ দেন। পরে দ্বিতীয় দফায় ২২ সদস্যকে নিয়ে বৈঠক হয়। উভয় বৈঠকে তীব্র শীতের মধ্যে আর কষ্ট না করার আহ্বান জানানো হয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি বলা হয়, আপনাদের দাবি ও সমস্যা যথাযথভাবে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হবে। আপনারা ঘরে ফিরে যান।

আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

উভয় বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সচিব মো. আলমগীর, অতিরিক্ত সচিব একেএম জাকির হোসেন ভূঁইয়া, অশোক কুমার বিশ্বাস ও রওনক মাহমুদ, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বিশ্বাস হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয়করণের এ আন্দোলনের ব্যাপারে রোববার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ মুহূর্তে তাদের জন্য সরকারের কিছু করার নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচনা ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে ওই সমিতির মহাসচিব কাজী মোখলেছুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচনায় সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা বা আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তাই আমরা আমরণ অনশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তে বহাল আছি। প্রধানমন্ত্রী বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করব না। তিনি আরও বলেন, অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের কোনো প্রত্যাশা নেই। তাই তার কথা তারা আমলে নিচ্ছেন না। তারা প্রধানমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে সরকারপন্থী তিনটি শিক্ষক মোর্চা আন্দোলন করছে। এর মধ্যে একটি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ৫ দিন ধরে দিনরাত অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। রোববার নতুন করে আরও দুটি মোর্চা আন্দোলন শুরু করেছে। একটি মোর্চা দেশব্যাপী গণসংযোগ ও অন্যটি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছে। আমরণ অনশনরত আরও ২০ জনের অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে রোববার পর্যন্ত ১৬৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন কাজী মোখলেছুর রহমান। তিনি বলেন, যত কষ্টই হোক অনশন চলবে। প্রয়োজনে রাস্তায় মরব, তবু দাবি আদায় না করে ঘরে ফিরব না।

এদিকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে গত বুধবার থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা। তারা জানাচ্ছেন, দাবি আদায়ে তাদের লাগাতার অবস্থানের কর্মসূচি রোববার শেষ হয়েছে। আজ শুরু হবে আমরণ অনশন। অনশন ডাকা লিয়াজোঁ কমিটির শিক্ষকনেতা নজরুল ইসলাম রনি জানান, তারা ৩-৪ দিন অনশন করবেন। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে কাফনের কাপড় পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি করবেন। বেসরকারি স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকদের আমরণ অনশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা জাতীয়করণ লিয়াজোঁ ফোরাম। ফোরামের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী ফোরাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল), বাংলাদেশ শিক্ষক ইউনিয়ন, জাতীয় শিক্ষক পরিষদ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (শাহ আলম-ভসিম) সদস্যরা যোগ দিয়েছেন। আজ এতে কয়েক হাজার শিক্ষক নতুন করে যোগ দেবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে সরকারপন্থী দুটি শিক্ষক মোর্চা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে রোববার আন্দোলনে নেমেছে। এর মধ্যে স্বাধীনতা শিক্ষক কর্মচারী ফেডারেশন ১৮ জানুয়ারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করবে। এছাড়া এ মোর্চার আরও কিছু কর্মসূচি আছে। এর মধ্যে আছে ২১ জানুয়ারি সারা দেশে উপজেলায় মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান। ২৫ জানুয়ারি জেলায় মানববন্ধন ও ডিসিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি। ২৭ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে গোলটেবিল বৈঠক। পরে ৩ মার্চ ঢাকায় প্রতিনিধি সম্মেলন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

ওদিকে ৯টি শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ মোর্চা শিক্ষক কর্মচারী সংগ্রাম কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণসহ ১১ দফা দাবিতে রোববার সব জেলায় ও কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় মানববন্ধন, মিছিল এবং প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়। কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ আসাদুল হক বলেন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন শেষে কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী মিছিলসহ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। সারা দেশে একইভাবে কর্মসূচি পালিত হয়।